

سُورَةُ الْبَلَكِ مَكِّيَّةٌ

৬৭-সূরা আন্ মূলক

ইহা মক্কী সূরা, ইহাতে বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩১ আয়াত এবং ২ রুকু আছে ।

২৯তম পারা

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। পরম বরকত ও কল্যাণময় তিনি, যাঁহার হাতে সকল আধিপত্য, এবং তিনিই সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান;

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যুকে এবং জীবনকে যেন তিনি তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন— তোমাদের মধ্যে কে কমে উত্তম; এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমালীন;

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ

৪। যিনি শুরু করে সৃষ্টি করিয়াছেন সাত আকাশ। তুমি রহমান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না। অতঃপর তুমি পুনরায় দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তুমি কি কোন জুড়ি-বিচ্ছাদিত দেখিতে পাও ?

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَإِذْ جَاءَ الْبَصَرُ هُلُوتَرَى مِنْ تَطَوُّرٍ

৫। অতঃপর তুমি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিবদ্ধ কর, (পরিশেষে তোমার) দৃষ্টি বার্থ হইয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। এমতাবস্থায় যে উহা অতি শাস্ত-ক্লান্ত হইবে (তবু কোন প্রকার অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে না)।

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ

৬। এবং নিশ্চয় আমরা নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছি, এবং আমরা ঐশ্বরিক সৃষ্টি করিয়াছি শয়তানকে প্রসারাদাতা করার জন্য; এবং আমরা তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছি প্রজ্জ্বলিত আগুন।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّاطِطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

৭। এবং যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের আযাব, এবং উহা অতি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ أَوْشٍ

الْمَصِيرُ

৮। যখন তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইবে, তখন তাহারা উহার গর্জন শুনিবে, এবং উহা তখন উথলাইতে থাকিবে।

إِذَا الْفَوْازُ أَخْبَرُوا فَهُمْ عَلَى أَسْفَادٍ يَفُورُونَ

৯। উহা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইবে। যখনই কোন দল উহাতে নিক্ষেপ হইবে, উহার প্রহরীগণ তাহাদিগকে

ثُمَّ كَادُ مَيِّتٌ مِنَ الْعَذَابِ كُلَّمَا نَفَى فِيهَا فَوْجٌ

জিজ্ঞাসা করিবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নাই ?'

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

১০। তাহারা বলিবে, 'হাঁ, নিশ্চয় আমাদের নিকট সতর্ককারী আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা (তাহাকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'আল্লাহ্ কোন কিছু নাসেল করেন নাই; তোমরা অবশ্যই এক স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিপতিত বাতীত নহ।'

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرُهُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝

১১। এবং তাহারা (আরও) বলিবে, 'যদি আমরা স্তূতিতাম এবং অনুধাবন করিতাম তাহা হইলে আমরা প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হইতাম না।'

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

১২। এইভাবে তাহারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করিবে; কিন্তু (হে ফিরিশ্তাগণ!) প্রজ্জ্বলিত আগুনের অধিবাসীদের জন্য অভিশাপ অবধারিত কর !

فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

১৩। নিশ্চয় যাহারা অদৃশ্য তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করে— তাহাদের জন্য রহিয়াছে ক্ষমা এবং রহতর পুরস্কার।

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَآجْرٌ كَبِيرٌ ۝

১৪। এবং তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা উহা প্রকাশ্যে বল, নিশ্চয় তিনি উহা সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবহিত আছেন যাহা বন্ধঃস্থলে রহিয়াছে।

وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

১৫। তিনি কি জানেন না যিনি (বিশ্ব-জগতকে) সৃষ্টি করিয়াছেন ? বস্তুতঃ তিনিই স্ফুদনশী, সর্বজ্ঞাত।

فَإِلَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

১৬। তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম এবং বসবাসের উপযোগী করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা উহার বিস্তীর্ণ পথসমূহে পরিভ্রমণ কর এবং তাহার রম্য হইতে আহার কর। এবং তাহার দিকেই হইবে পুনরুত্থান।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ۝

১৭। যিনি আকাশে রহিয়াছেন, তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বংসাইয়া দিতে পারেন ? তখন দেখ ! অকস্মাৎ উহা কাঁপিতে থাকিবে !

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُعْزِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذْ هِيَ تَمُورُ ۝

১৮। যিনি আকাশে রহিয়াছেন তোমরা কি তাহার সম্বন্ধে নিরাপদ হইয়া গিয়াছ যে, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষা ঝঞ্ঝা প্রেরণ করিতে পারেন? তখন তোমরা জানিতে পারিবে কেমন (ভয়ঙ্কর) ছিন আমারা সতর্কীকরণ !

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۝ فَتَسْأَلُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

১৯। এবং নিশ্চয় যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল তাহারাও (আমাদের রসুলগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তখন কিরাপ (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি !

২০। তাহারা কি তাহাদের উম্মদে পাকী ও নিককে দেখে না যে, উহারা কিরাপে ডানাসমূহ বিস্তার করিয়া উড়িতেছে এবং (শিকারের উপর ছোবল মারিবার উদ্দেশ্যে) উহাদিগকে গুটাইয়া নিতেছে ? রহমান আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতেছে না। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বদ্রষ্টা।

২১। এমন লোক, যাহারা তোমাদের সৈন্য-বাহিনী (বলিয়া অভিহিত), রহমান আল্লাহ্ বিরুদ্ধে তোমাদিগকে কি সাহায্য করিতে পারিবে ? কাফেররা শুধু আত্মপ্রতারণায় পড়িয়া আছে।

২২। অথবা সে এমন কে যে তোমাদিগকে রিয্ক দিবে যদি তিনি তাঁহার রিয্ক বন্ধ করিয়া দেন ? প্রকৃতপক্ষে তাহারা অব্যাহতা ও (সত্যের প্রতি) ঘৃণায় অবচলন রহিয়াছে।

২৩। তবে কি যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডলের উপর উপড় হইয়া চলে সে অধিক হেদায়াত প্রাপ্ত, না ঐ ব্যক্তি যে সরল-সুদৃঢ় পথে সোজা হইয়া চলে ?

২৪। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয় তৈয়ার করিয়াছেন; (কিন্তু) তোমরা অজ্ঞই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'।

২৫। তুমি বল, 'তিনিই তোমাদিগকে পৃথিবীতে সম্প্রসারিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সমীপে তোমাদিগকে সমবেত করা হইবে।'।

২৬। এবং তাহারা বলে, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহা হইলে (বল) এই প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হইবে ?'

২৭। তুমি বল, 'ইহার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট আছে; এবং আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।'।

২৮। অতঃপর যখন তাহারা উহাকে নিকটে দেখিতে পাইবে, তখন যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের মুখমণ্ডল মর্জিন

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذِيفَ كَانَ لَكُمْ

أَوْ لَوْ يَرَوْنَ إِلَى الظَّيْرِ قَوْمَهُمْ صَفَتْ وَيَقْبَضْنَ
مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَمْنَعُكُمْ مِّنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَزِيدُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
بَلْ لَّجَوَانِي فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

أَمَّنْ يَمِشُ مَكَبًا عَلَىٰ وَجْهِهِ اهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِ
سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

وَيَقُولُونَ عَسَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
مُّبِينٌ

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا

হইবে, এবং বলা হইবে, 'ইহা উহাই যাহার জন্য তোমরা
বার বার দাবী জানাইতে ।'

وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٥٩﴾

২৯ । তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ, যদি আল্লাহ্
আমাকে এবং যাহারা আমার সহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে ধ্বংস
করিয়া দেন অথবা আমাদের উপর দয়া করেন, তখন
কাফেরদিগকে যন্তপাদায়ক আযাব হইতে কে রক্ষা
করিবে ?'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ
جَعَلَ مَتْنًا لِّبَنِي الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٦٠﴾

৩০ । তুমি বল, 'তিনিই অযাচিত-অসীম দাতা, তাঁহার
উপর আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার উপরই আমরা আস্থা
স্থাপন করি । এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে কে
প্রকাশ্য প্রাপ্তিতে পড়িয়া আছে ।'

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْلَأَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ
مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦١﴾

৩১ । তুমি বল, 'তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যদি তোমাদের
(সব) পানি ভূগর্ভে উঠাও হইয়া যায়, তাহা হইলে কে আছে যে
তোমাদের জন্য প্রবহমান পানি আনিয়া দিবে ।'

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّوْبِقٍ ﴿٦٢﴾